বাংলাদেশ দূতাবাস
ব্যাংকক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি নং:১৩৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে থাইল্যান্ডের মাহিদল বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন

ব্যাংকক, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

আজ থাইল্যান্ডের প্রথিতযশা মাহিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) এর আয়োজনে বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে ইউনেস্কো আঞ্চলিক দপ্তর, ইউনিসেফ, সেইভ দ্যা চিলড্রেনসহ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার অংশগ্রহণে দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মো: আব্দুল হাই।

Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) এর পরিচালক Dr. Morakot Meyer এর সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাহিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি Dr. Auemphorn Mutchimwong। এছাড়া থাইল্যান্ডে ইউনেস্কো আঞ্চলিক দপ্তরের পরিচালক Mr. Shigeru Aoyagi এবং Save the Children, Pestalozzi Children Foundation, SIL International এর প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন। অতিথি বক্তাগণ বাংলাদেশের প্রস্তাবনায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার পর থেকে বহুভাষিকতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিকাশে তা বিশেষ ভূমিকা রাখছে বলে মন্তব্য করেন। ইউনেস্কোসহ বহুজাতিক সংস্থাসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা বিশ্বের বিপদাপন্ন মাতৃভাষা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে বলে বক্তারা মনে করেন যা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠের সাথে ওতপ্রোতভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

RILCA Thai-Khmer, Urak Lawoi এবং Tai-Yuan ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে থাইল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক মাতৃভাষা রক্ষা ও চর্চায় অবদান রাখছে। উক্ত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ আয়োজিত দুটি সেমিনারেও অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় ভাষা শহিদদের ত্যাগের কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করেন। এ ধরনের আয়োজনের জন্য তিনি মাহিদল বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ উভয় দেশের সরকার মাতৃভাষা সংরক্ষণে বিশেষ যত্নশীল। তিনি বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার বর্তমান সরকারের গুরুত্বারোপের কথা তুলে ধরেন। মান্যবর রাষ্ট্রদূত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক সংহতি, শান্তি এবং টেকসই উন্নয়নে বহুভাষিকতার লালন ও চর্চার উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করেন।

দিনব্যাপি বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শীর্ষক প্রদর্শনী, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপিত হয়।